25

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 DEC 1994
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

পরীক্ষা পেছানোর দাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২ সালের শেষপর্ব মাস্টার্স এবং ১৯৯৩ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে গত শনিবার পরীক্ষার্থীরা মিছিল ও ভাঙচুর করেছে। দু'রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণের শব্দও নাকি শোনা গেছে। কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের এসব পরীক্ষা আগামী ১৪ই জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা। রোববার বাণিজ্য, কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বাণিজ্য অনুষদের কয়েকটি বিভাগের ছাত্ররা এই ধর্মঘটের কারণে সেদিন নাকি তাদের নির্ধারিত ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেনি।

পরীক্ষার্থীরা বলছেন, এখনও অনেক বিভাগের কোর্স শেষ হয়নি, ইনকোর্স এবং টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চলছে। গত মাস্টার্স পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। অতএব পরীক্ষা পেছানো দরকার। সংশ্লিষ্ট ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও সিনিয়র শিক্ষকদের এক সভায় পরীক্ষা পেছানোর যৌক্তিকতা অস্বীকার করা হয়েছে। পূর্বঘোষিত তারিখেই নাকি বিশ্ববিবিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে কিছুটা এদিক সেদিক করা যেতে পারে।

কোন পরীক্ষা পেছানো হলে ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছাত্রদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হয়, অভিভাবকদের খরচ বাড়ে, অসময়ে শিক্ষকদের মাথায় বোঝা পড়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। তবুও শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পেছানোর জন্য হন্যে হয়ে ওঠে এবং চাপে পড়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক দাবি মেনে নেন। ফুটবলের বিশ্বকাপ খেলা উপলক্ষে এইচএসসি পরীক্ষা পেছানো তার সর্বশেষনিদর্শন।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোর এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী রাজনীতিকদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে এবং অছাত্ররা ছাত্রনেতা বনে শিক্ষার পরিবেশকে এমন করে তুলেছে যে, আমাদের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার ভাবমূর্তি ধূলিমলিন হয়ে পড়েছে। আমাদের শিক্ষকরাও কালিমা মোচনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেননি। একাডেমিক উৎকর্ষ গোল্লায় গেছে। সেশনজট যে কবে খুলবে তা কেউই বলতে পারে না। '১৯৯২ সালের পরীক্ষা' হচ্ছে ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের আড়াই বছর 'সিস্টেম লসের' গহ্বরে চলে গেছে। তারপরও পরীক্ষা পেছানোর দাবি উঠছে। সিস্টেম লসকে আরো কত বাড়ানো হবে!

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও জবাবদিহিতার চল উঠে গেছে। এতদিনেও কোর্স কেন শেষ হলো না, টিউটোরিয়াল পরীক্ষা কেন নেয়া হয়নি, কে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন– এ সবের জবাবদিহিতা কেন করা হবে না। পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে ঢিলেমি এবং নানা রকম অসম্ভব খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মজ্জাগত হয়ে আছে। সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল নয়। পরীক্ষা পেছানোর দাবির সপক্ষে যেসব অজুহাত ছাত্রছাত্রীরা তুলে ধরছে সেগুলো একেবারে ভিত্তিহীন কিনা খুঁজে বের করা দরকার।

ছাত্রছাত্রীরা এতদিনেও কেন বুঝলো না যে, পরীক্ষা পেছালে তাদের লাভ হয় না, বরং ক্ষতির পাল্লা ভারি হয়। বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা পেছানোর দাবি মেনে শিক্ষক সম্প্রদায় ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যে ধারা সৃষ্টি করেছেন, তার খেসারত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো কতদিন দিতে হবে কে জানে। শিক্ষকশিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের দু'পক্ষকেই আমরা পড়াশোনা ও পরীক্ষার ব্যাপারে নিয়মনিষ্ঠ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।